আফ্রিকান সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি

সাম্প্রতিক আফ্রিকান সম্প্রদায়ের প্রতি ঘটা ঘটনা শুধু খুব দুঃখজনক তাই নয়, এটা কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একজন মা হিসাবে, আমি বুঝতে পারি এক মায়ের বেদনা, যিনি তাঁর ছেলেকে বিদেশের মাটিতে হারিয়েছেন। এটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

ঐতিহাসিককাল থেকে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের ভ্রাতৃত্ব ও সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা এ ধরণের কোনও ঘটনাকে মেনে নেব না, যা আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠ উন্নয়নমূলক সম্পর্কের বদল ঘটাতে পারে।

এই ঘটনা থেকে আমরা দ্রুত শিক্ষা নিয়েছি, আমার মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে আফ্রিকান কূটনৈতিক সম্প্রদায় এবং আফ্রিকান ছাত্র সমাজের কাছে পৌঁছেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি এবং কথা বলেছি দিল্লির উপ রাজ্যপাল শ্রী নাজীব জং-এর সঙ্গে এবং তাঁকে অনুরোধ করেছি ফাস্ট ট্র্যাক ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য। এছাড়াও আমি কথা বলেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে এবং তিনি যে সব এলাকায় আফ্রিকান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে পুলিশ টহলদারির নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও বিদেশমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভি কে সিং আফ্রিকার কূটনৈতিক সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এই ইস্যুতে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিটি প্রধান মেট্রো শহরে বসবাসকারী আফ্রিকান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক) এবং সংশ্লিষ্ট শহরের পুলিশ কমিশনার। এছাড়াও আমরা একটি সংবেদনশীলতার প্রচার করব।

সব অপরাধমূলক কাজকে জাতিগত আক্রমণ হিসাবে দেখা উচিত নয়। সিসিটিভি ফুটেছে দেখা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা দাঁড়িয়ে থাকা এক ভারতীয়কে হুমকি দিচ্ছে, যিনি মি. ওলিভিয়ারকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লি পুলিশ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরই দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে। দুই অপরাধীকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে, তিন নম্বর অপরাধীর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ভারত গান্ধী এবং বুদ্ধের ভূমি। আমরা জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করেছি। মহাত্মা গান্ধী নিজে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। আমাদের মধ্যে বর্ণবাদী মানসিকতা থাকতে পারে না।

কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর হামলা পূর্ব পরিকল্পিত হয়নি বরং এই ধরণের অসামাজিক এবং অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত হয় পুরোপুরি ব্যক্তিগত ইচ্ছাতে।

যাই হোক, এই ধরণের হামলা প্রতিরোধ করা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং এটা আমরা নিশ্চিতভাবে করবই। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ-ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে আমাদের আফ্রিকান বন্ধুদের আমি নিশ্চিত করছি। ভারত এমনই একটি দেশ যেখানে সর্বদা তাঁদের স্বাগত।

নয়াদিল্লি

মে ৩১, ২০১৬